মানুষের আচরণে হতাশ হয়ে রাজনীতি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিব

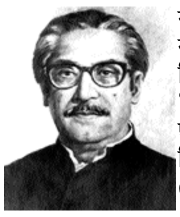

দীনেশ দাস: দেশের মানুষের আচরণে হতাশ হয়ে চিরতরে রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তত্ম নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এটি তার কোনো রাজনৈতিক সহচর ও গবেষকের দাবি নয়। রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কারাগার থেকে ১৯৫৮ সালের ১২ নভেম্বর তিনি তার বাবা লুৎফর রহমানের কাছে স্বহস্তে লেখা এক চিঠিতে সেকথা জানিয়েছিলেন।

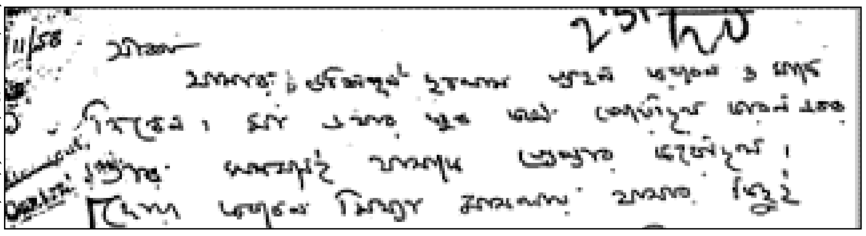

চিঠিটি শেখ মুজিবের বাবা লুৎফর রহমানের কাছে পাঠানো হয়েছিল কিনা, তিনি পেয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিন্টেনডেন্ট তা পাঠানোর জন্য অনুমোদন দিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। সে সময় ফটোকপির ব্যবস্থা না থাকলেও বিশেষ ব্যবস্থায় সেই চিঠির একটা অনুলিপি কর্তৃপক্ষ নথিভুক্ত করে রাখে।

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আব্বা, আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করবেন ও মাকে দিবেন। মা এবার খুব কষ্ট পেয়েছিল কারণ এবার তার সামনেই আমাকে গ্রেফতার করেছিল। দোয়া করবেন মিথ্যা মামলায় আমার কিছুই করতে পারবে না। আমাকে ডাকাতি মামলার আসামীও একবার করা হয়েছিল। আল্লা আছে সত্যের জয় হবেই। আপনি জানেন আমার কিছুই নাই। দয়া করে ছেলেমেয়েদের দিকে খেয়াল রাখবেন। বাড়ি যেতে বলে দিতাম কিন্তু ওদের লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যাবে। আমাকে আবার রাজবন্দি করেছে। দরকার ছিল না। কারণ রাজনীতি আর নাই, এবং রাজনীতি আর করবো না। সরকার অনুমতি দিলেও আর করবো না।

যে দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে আমি ঘুষ খেতে পারি, সে দেশে কোন কাজই করা উচিত না। এদেশে ত্যাগ ও সাধনার কোন দামই নাই। যদি কোন দিন জেল হতে বের হতে পারি তবে কোন কিছু একটা করে ছেলেমেয়ে ও আপনাদের নিয়ে ভালভাবে সংসার করব। নিজেও কষ্ট করেছি আপনাদেরও দিয়েছি। বাড়ির সকলকে আমার ছালাম দিবেন, দোয়া করতে বলবেন। আপনার ও মায়ের শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন। চিন্তা করে মন খারাপ করবেন না। মাকে কাঁদতে নিষেধ করবেন। আমি ভাল আছি।

আপনার স্নেহের মুজিব।

স্কয়ার হাসপাতালে শেখ হাসিনার সর্ব্বশেস ছবি।

সরকারি কর্মকর্তাদের শ্বশুররাই ধনী!

: সরকারি কর্মর্কতাদের প্রায় সকল শ্বশুরই ধনী। তাদের সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার পর এ তথ্য জানা গেছে। সুমতে, সহকারি সচিব থেকে সচিব পর্যায়ের বিবাহিতরা তাদের অধিকাংশ সম্পদের উৎস হিসেবে শ্বশুর দেয়া সম্পত্তি ও সম্পদ উপহার হিসেবে দেখিয়েছেন। তবে একজন সচিব অবিবাহিত থাকায় তিনি নিজের পৈতৃক সম্পত্তিই হিসাব বিবরণীতে দেখিয়েছেন। একজন জেলা প্রশাসকও অবিবাহিত থাকায় তার সম্পদও পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। তবে তার সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিনিয়র সহকারি সচিব থেকে উপ সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই কিছুটা স্বচ্ছ বিবরণী দাখিল করেছেন। তবে যুগ্ম সচিব থেকে সচিব পর্যায়ের অধিকাংশদের শ্বশুরকুল ধনী। অপরদিকে প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা একাধিক স্ত্রীর কথাও উল্লেখ করেছেন।

এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন সুত্রে জানা গেছে, ধনী শ্বশুরদের খোঁজখবর নেবে কমিশন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দেয়ার শেষদিন ছিলো। তবে অনেক কর্মর্কতাই হিসাব জমা দেননি।

7